কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন হানিফ

সাংস্কৃতিক চর্চায় বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চার কোন বিকল্প নেই।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে কুষ্টিয়াতে অত্যাধুনিক মানের শিল্পকলা একাডেমি ভবন নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পর কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমিকে ধরা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম একাডেমি ভবন। এটি নির্মিত হলে জেলার সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করবে। জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন, অবকাঠামোগতভাবে দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিলো এটি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ ও কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভঙ্গুর অবকাঠামোর ভেতর দিয়েই জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসময় জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মো. আসলাম হোসেন, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী,

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাজহারুল আলম সুমন, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেকা সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

ঝাড়ফুঁকের নামে নববধূকে ধর্ষণ করলো কবিরাজ

কুষ্টিয়ার সদর উপজেলায় নববধূকে ঝাড়ফুঁকের নামে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম (৪৪) নামে এক কবিরাজের বিরুদ্ধে। সোমবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় কবিরাজের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী ওই নববধূ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন। অভিযুক্ত সিরাজুল ইসলাম আব্দালপুর ইউনিয়নের চৌড়পাড়া গ্রামের মৃত আজিবর আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৫ মাস পূর্বে ঝিনাইদহের জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৬ বছরের কিশোরীর সঙ্গে একই থানার শিমুল নামে এক যুবকের বিয়ে হয়। বিয়ের পরদিন থেকেই ওই কিশোরীর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। সেই মানসিক সমস্যা সমাধানে ভৌতিক কারণ দেখিয়ে নববধূকে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির এলাকায় ওই কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কাছে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসার নামে একটানা ১৪ দিন এশার নামাজের পর একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সেটি না নেভা পর্যন্ত তাকে তার বিশেষ চিকিৎসাগৃহে ঝাড়ফুঁকের (চিকিৎসা) নামে নববধূর শ্লীলতাহানি করে আসছিল। অবশেষে ৪ জানুয়ারি রাত ৮টার দিকে কবিরাজ সিরাজুল ইসলাম তার বোনকে লবণ আনতে পাঠিয়ে ধর্ষণ করে ওই নববধূকে।

ঘটনার আধাঘণ্টা পর তার বোন লবণ নিয়ে আসলে ওই নববধূকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পান। সেখান থেকে তার বোন কান্নার কারণ জানতে চাইলে তাকে কোনো কিছু না বলে তার সঙ্গে বাড়িতে চলে আসেন। রাতে ওই নববধূ তার বোনকে বিষয়টি খুলে বলেন। এই ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে কিছু বললে কবিরাজির মাধ্যমে তাকে মেরে ফেলবেন বলে হুমকি দেয় কবিরাজ সিরাজুল।

বিষয়টি রাতারাতি ছড়িয়ে পড়লে আত্মরক্ষার্থে গা ঢাকা দেন সিরাজুল ইসলাম। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইবি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নববধূকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইবি থানায় নিয়ে আসেন।

এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তার ভাই জগত ডাক্তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভণ্ড কবিরাজ সিরাজুল ইসলামের কঠোর শাস্তি দাবি করেন এলাকাবাসী।

ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান রতন বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। ভুক্তভোগী ওই নববধূ বাদী হয়ে থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেছেন। ওই নববধূর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্ট আসলেই ঘটনার সত্যতা জানা যাবে। অভিযুক্ত আসামিকে আটকের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ভৈরব নদীর মাটি এখন ভূমি দস্যুদের পেটে

দামুড়হুদার হেমায়েতপুর-বেড়বাড়ি গ্রামের ভৈরব নদীতে অবৈধভাবে ভেকু মেশিন দিয়ে মাটি কাটার উৎসবে মেতে উঠেছে ঐ এলাকার চিহিৃত ভূমি দস্যুরা।

এলাকাবাসির অভিযোগে জানা যায়, দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নের বেড়বাড়ি গ্রামের ভৈরব নদীর পাড় কেটে ঐ এলাকার দুই জন ভূমি দস্যু বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছে। প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত অবধি এই মাটি কেটে বহনকারী ট্রাক্টর গুলো গ্রামের বিভিন্ন সড়কে দাপিয়ে বেড়ায়।

যার ফলে গ্রামের ছোট, বড় ও বয়বৃদ্ধরা অনেকটা নিরাপত্তাহীনতায় রাস্তায় চলাফেরা করছে। সেই সাথে ঐ গামের বিভিন্ন সড়ক গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবৈধ ভাবে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি কেটে বিক্রিকারী ভূমি দস্যুরা হলো নতিপোতা ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা গ্রামের তুহিন ও বেড়বাড়ি গ্রামের ছমিরুল।

হেমায়েতপুর বেড়বাড়ি গ্রামের সচেতন মহল দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি অকর্ষণ করে মাটি কাটা বন্ধে ও চিহ্নিত ভূমি দস্যুদেও শাস্তির দাবী করেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ জানান, অবৈধ উপায়ে মাটি কেটে বিক্রিকারী যেই হোক না কেনো তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় ইটের আঘাতে মা ছেলে জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় সজিব নামের এক যুবকের ইটের আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা মা ও ছেলে জখম হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো- বাঁশবাড়িয়া গ্রামের কলোনীপাড়ার হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী এরিনা পারভীন (২৮) ও তার ছেলে রুমন (১১)। সজিব একই পাড়ার এনামুল হকের ছেলে।

রুমনের পিতা হাফিজুল ইসলাম জানান, স্থানীয় মনিরুল ইসলামের ছেলে পারভেজ আমার ছেলে রুমনকে ফুটবলে লাথি মারতে বলে এ সময় রুমন ফুটবলে লাথি মারলে ফুটবলটি পাশে পুকুরে পড়ে যায়।

এ সময় সজিব রুমনকে ফুটবলটি তুলে আনার জন্য বলে। রমন অপারগতা জানালে সজিব রুমনকে মারধর ও ইট ছুঁড়ে তাকে জখম করে। এ সময় তার অন্তসত্ত্বা মা এরিনা পারভীন তাকে ঠেকাতে গেলে সজিব তাকেও ইট দিয়ে আঘাত করে আহত করে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। তবে এরিনা পারভীনকে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, ঘটনার কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে ডিস ব্যাবসায়ীদের প্রতিবাদ সভা

গাংনীতে ডিস ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যাবসার জন্য এক ইউনিয়নের অনুমোদন নিয়ে অন্য ইউনিয়নে ক্যাবলনেটওয়ার্ক এর লাইন সংযোগের

কাজ করায় গাংনীতে ডিস মালিকদের প্রতিবাদ সভা অনুঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে গাংনীর বিবিন্ন এলাকার ডিস ব্যাবসায়ীরা জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহন করেন।

গাংনী উপজেলা ক্যাবল নেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সভাপতি আনারুল ইসলাম বাবু বক্তব্য বলেন, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নসহ সারা উপজেলা ব্যাপী আমাদের ব্যবসা ছিল। সেখানে মাসুদ রেজা নামের এক ব্যক্তি কন্ট্রোলরুম স্থাপন না করে এবং অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেদন নিয়ে বিটিভি কর্তৃক অনুমোদন নিয়েছিলেন। উক্ত অনুমোদন কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

পরে আমাদের চালুকৃত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদের লাইন স্থাপন করেন। অথচ তারা তার এলাকা রেখে বামুন্দি ইউনিয়নে ব্যবসার জন্য প্রচার প্রচারনা চালাতে থাকে। প্রচারের সময় মঙ্গলবার সকালে প্রচারকৃত মাইক আটক করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পরে প্রচারমাইক গাংনীতে নিয়ে আসলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ এলাকা ছেড়ে অবৈধ ভাবে অন্য এলাকায় ব্যবসা করার চেষ্টা ও প্রচার প্রচারনা না করার শর্তে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরপরই গাংনীর সকল ডিস ব্যবসায়ীরা মাসুদ রেজার ব্যাবসা বন্ধের দাবীতে প্রতিবাদ করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা ক্যাবলনেটওয়ার্ক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বাদশাসহ অর্ধশতাধিক ব্যাবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, যে এলাকায় ব্যবসার জন্য অনুমোদন নেয়া হয়েছে সেই এলাকা ছাড়া অন্য এলাকায় ব্যবসা করার কোনো সুযোগ নেই। বিশৃঙ্খলা এড়াতে মাসুদ রেজার পক্ষে কাগজ পত্র দেখানোর জন্য বলা হয়েছে।

শিক্ষককে হত্যার হুমকি: ইবিতে সহকারী প্রক্টরকে পদ থেকে অব্যাহতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) এক শিক্ষককে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সহকারী প্রক্টর এম এম নাসিমুজ্জামানকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত শনিবার ভুক্তভোগী শিক্ষক আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলতাফ হোসেন প্রশাসন বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

জানা যায়, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুক্তভোগী শিক্ষককে প্রথমে গালাগাল ও পরে হত্যার হুমকি দেন অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টর। এ সময় তিনি আঘাত করার উদ্দেশ্যে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসেন ও মাথা ফাটিয়ে খুন করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। পরে সেখানে উপস্থিত অন্য শিক্ষকরা তাকে নিবৃত করেন।

এ ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে ওইদিন বিকেলেই ইবি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। একইসাথে পরের দিন শনিবার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ উপাচার্য, প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন তিনি।

এ দিকে, সহকারী প্রক্টর কর্তৃক শিক্ষককে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেয়ার ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে শাস্তি দাবি করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। সেইসাথে অভিযুক্ত শিক্ষকের আবাসিকতা বাতিলের দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আবাসিক শিক্ষক-কর্মকর্তারা। শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও প্রশাসনের সাথে দেখা করে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এ বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আবদুল লতিফ বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষক আলতাফ হোসেনের লিখিত অভিযোগের

প্রেক্ষিতে উপাচার্য মহোদয় অভিযুক্ত শিক্ষককে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

ঝিনাইদহে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

‘নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হোন’ সারাদেশে অব্যাহত খুন ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতন রুখে দাড়ান’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সংগঠনটির জেলা শাখার আয়োজনে মঙ্গলবার সকালে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা ফোরাম ঝিনাইদহ জেলা শাখার সংগঠক রুবিনা খাতুন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড শফিকুর রহমান।

আলোচক ছিলেন জেলা শাখার সমন্বয়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা শাখার সভাপতি শারমিন সুলতানা। আলোচনা সভায় বক্তারা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সকলকে কাজ করার আহ্বান জানান।

কালীগঞ্জে পত্রিকা হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ

পত্রিকা বিক্রেতারা সাংবাদিকদের একটি অংশ,মূলত তারাই সাংবাদিকদের চালিকাশক্তি, সাংবাদিকদের কাজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ করা,আর পাঠকের কাছে সঠিক সময়ে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া হকারদের কাজ।হকারদের জন্য কিছু করতে পারাটা সাংবাদিকদের জন্য আনন্দের বিষয়।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ কালে এ কথা বলেন প্রেসক্লাব কালীগঞ্জের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক আমার সংবাদ এর প্রতিনিধি শাহ আলম।

মঙ্গলবার সকালে শহরের গোল্ডেন সান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সামনে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় হকাররা পাঠকের কাছে গিয়ে পত্রিকা পৌঁছে দিতে অনেক কষ্ট করছে।

এ কথা জানবার পর কালীগঞ্জ এর ইমান আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা হকারদের জন্য এই কম্বলগুলি পাঠিয়ে দেন। পরে সেলিম রেজার পক্ষ হয়ে সাংবাদিকরা হকারদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাব কালীগঞ্জের অর্থ ও দপ্তর সম্পাদক ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার কালীগঞ্জ প্রতিনিধি তানজির রহমান, গোল্ডেন সান স্কুলের প্রধান শিক্ষক কার্তিক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র

বিতরণ

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ‘কিশোরের ডাক’ নামের একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

‘কিশোরের ডাক’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাইদ।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন আলোচকরা।

এসময় শতাধিক শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার ‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯

বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।